- উচ্ছেদ আতঙ্কে ৪০ হাজার ভূমিহীন
- ৫০ কোটি টাকার বন লুট

শিল্পপতিদের দখলে ২০০ কোটি টাকার খাস জমি

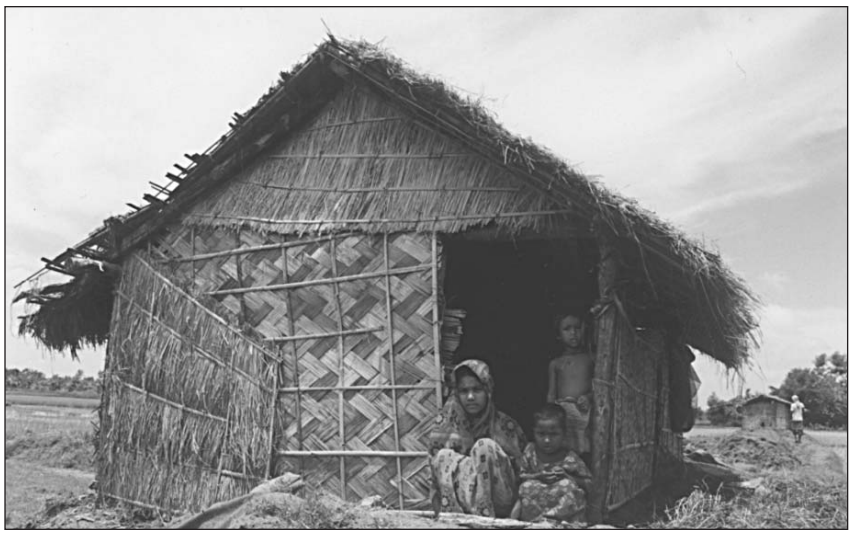

বদরুল আলম নাবিল

মেঘনা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত নোয়াখালী জেলায় আছে প্রায় ২০ হাজার একর খাস জমি। এই খাস জমিতে প্রায় ১৩ হাজার ভূমিহীন পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। এদের বেশির ভাগই ইতিমধ্যে সরকারের কাছ থেকে বরাদ্দ নিয়ে ঐ খাস জমিতে ১ থেকে দেড় একর করে জমির মালিক হয়েছে। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী খাস জমির মালিক ভূমিহীন। পর্যায়ক্রমে ভূমিহীনরাই খাস জমি বরাদ্দ পাবে। কিন্তু নোয়াখালীর ৪০ হাজার ভূমিহীন মানুষ তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু হারানোর আশঙ্কায় দিন গুনছে। সরকারের কাছ থেকে বরাদ্দপ্রাপ্ত খাস জমির ভিটেমাটি তারা আঁকড়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা পেরে উঠছে না। কারণ তাদের সংখ্যা বেশি হলেও গুটিকয়েক কথিত সমাজপতির চেয়ে তাদের শক্তি অনেক কম। তাদের উৎকোচ দেয়ার মতো অর্থ নেই, নানা কূটকৌশলে সরকারের নীতিনির্ধারকদের বশ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। নোয়াখালী জেলার সদর উপজেলা এবং কোম্পানীগঞ্জের বিপুল পরিমাণ জমি দখল করে নিয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন শিল্পপতি। '৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে এই দখল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে সম্প্রতি দখলদাররা প্রতিযোগিতায় নেমেছে নতুন নতুন শত শত একর জমি দখলের। এখন দখলদারীকে আইনগত বৈধতা দেয়ার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। এবং এ কাজে তাদের প্রাথমিক সাফল্যও এসেছে।

বর্তমান জেলা প্রশাসক মোস্তফা কামাল হায়দারের সঙ্গে দখলদারদের ঘনিষ্ঠতা ওপেন সিক্রেট। জেলা প্রশাসকই এই এলাকার ১২ হাজার ৮০০ একর খাস জমিকে চিংড়িমহাল ঘোষণা দেয়ার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখে। ডিসি এবং স্থানীয় সরকার দলের এমপি মোহাম্মদ শাহজাহানের তৎপরতায় অতি সম্প্রতি সরকার এলাকাটিকে চিংড়িমহাল ঘোষণা করেছে। এখন চলছে চিংড়িমহালে জমি পাওয়ার জন্য আবেদন ফরম বিক্রি ও গ্রহণ। আবেদনকারীদের মধ্য থেকে বাছাই করে ১০ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ একর পর্যন্ত একেকজনকে জমি দেয়া হবে। কিন্তু এর মধ্যেই কয়েকজন শিল্পপতি এবং রাজনৈতিক নেতা দখল করে নিয়েছেন প্রায় সব জমি।

জেলা প্রশাসক মোস্তফা কামাল হায়দার সাপ্তাহিক ২০০০-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'যারা দখল করেছে তারা বেআইনিভাবে করেছে, তাদের দখল অবৈধ। চিংড়িমহালের জন্য জমি কাউকে এখনো দেয়া হয়নি। কেবল আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে।'

ডিসিকে প্রশ্ন করেছিলাম, এই অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ অথবা প্রতিহত করছেন না কেন? এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি।

ভূমিহীন, এনজিও কর্মী এবং স্থানীয় সাংবাদিকরা ২০০০কে জানিয়েছেন, এই দখলদারদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক জেলা প্রশাসক। চিংড়িমহালের নামে এ পর্যন্ত যারা জমি দখল করেছেন তার মধ্যে শীর্ষ দখলদারদের একজন হচ্ছেন গ্লোব বেভারেজের (ইউরোকোলা) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মামুনুর রশিদ কিরণ। তিনি চরমজিদে কৃষি এবং বনভূমিসহ প্রায় ৪০০ একর এবং বয়ারচরে আরো ২০০ একর ইতিমধ্যে দখল করেছেন। তিনি তার দখল আরো সম্প্রসারণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে,

চরমজিদের দখল করা প্রায় ২৫০ একর জমির ওপরে তিনি অনেকগুলো বড় বড় দীঘি কেটেছেন। দীঘিগুলোতে রুই, কাতলা, পাঙ্গাসসহ বিভিন্ন মাছ চাষ করছেন এবং পাড় জুড়ে লাগিয়েছেন বিভিন্ন প্রকার ফলজ গাছ। চিংড়ি চাষের নাম করে দখল করলেও অর্ধশতাধিক দীঘির মধ্যে মাত্র ২টি দীঘিতে সামান্য পরিমাণে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। বাকিগুলোতে হচ্ছে অন্যান্য মাছের চাষ। গ্লোব অ্যাগ্রোবেট নামক এই প্রতিষ্ঠানটির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানিয়েছেন, 'চিংড়ি চাষের জন্য যে পরিমাণ স্যালাইন দরকার তা এই এলাকার পানি এবং মাটিতে নেই যার কারণে এখানে চিংড়ি চাষ লাভজনক নয়। কয়েক বছর চেষ্টা করে দেখা গেছে, স্যালাইনের অভাবে চিংড়ি পোনা ব্যাপক হারে মরে যায়। ৬৬ হাজার টাকা করে মাসিক বেতন দিয়ে একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনা হয়েছিলো কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এখন হোয়াইট ফিসেরই চাষ করা হয়।'

এই প্রতিষ্ঠানটি তাদের উল্লিখিত প্রকল্প এলাকায় ৩ তলা বিশিষ্ট বড় আকারের একটি বিল্ডিং তৈরি করেছে। অথচ আইনে বলা আছে খাস জমিতে যে কোনো ধরনের নির্মাণ অবৈধ। যথাযথ অনুমতি ছাড়া এ ধরনের কোনো রকম পরিবর্তন করা যাবে না। কিন্তু এসব কোনো কিছুই মানা হয়নি।

ভূমিহীন, এনজিওকর্মী এবং স্থানীয় সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, এই শীর্ষ দখলদারের সঙ্গে জেলা প্রশাসকের রয়েছে বিশেষ সখ্য।

আরেক শিল্পপতি আল আমিন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার মির্জা স্টিমার ঘাট এলাকায় প্রায় ২০০ একর জমিতে ১৯৯৪ সাল থেকে দীঘি কেটে মাছ চাষ করছেন ১৯৯৫ থেকে। আনোয়ার মির্জা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'আমার প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ জমি আমি বৈধভাবে বরাদ্দপ্রাপ্ত ভূমিহীনদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছি।' তিনি আরো জানিয়েছেন, আরো ৫০০ একর জমি পাওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা চালাচ্ছেন।

অপরদিকে প্রায় ৬০০ একর জমি দখলকারী গ্লোব অ্যাগ্রোবেটের এমডি মামুনুর রশিদ কিরণ ২০০০কে বলেছেন, 'চিংড়ি চাষের জন্য জমির বরাদ্দ চেয়ে

'কয়েকজন শিল্পপতি আছেন যারা প্রায় ১০ বছর আগে থেকে অবৈধভাবে কয়েকশ' একর জমি দখল করে আছে'

মোঃ শাহজাহান
সংসদ সদস্য, নোয়াখালী-৪ (সদর)

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার এলাকায় চিংড়িমহাল ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত চিংড়ির যে কটি প্রজেক্ট হয়েছিলো তারা কেউ চিংড়ি দিয়ে লাভ করতে পারেনি...।

মোঃ শাহজাহান : তারা সরকারি নিয়মনীতি পালন করে সঠিক পদ্ধতিতে চাষ করেনি। আসলে তারা চিংড়ি না করে অন্য মাছের চাষ করছে আর তাদের প্রকল্পগুলো তো বৈধ না, তারা খাস জমি দখলে নিয়ে ইচ্ছে মতো প্রজেক্ট করেছে, যেভাবে সরকারি নিয়ম আছে সেভাবে তারা করেনি। কেউ যদি সঠিক পদ্ধতিতে করতে পারে তবে লাভ হবে।

২০০০ : বলা হয় চিংড়ি চাষ নয়, চিংড়ি চাষের নামে খাস জমি ভাগ-ভাটোয়ারা করে নেয়ার জন্য এ প্রকল্প তৈরি হয়েছে।

মোঃ শাহজাহান : এখানে চিংড়ি চাষ হলে তা দেশের অর্থনীতিতে ভালো অবদান রাখতে পারবে। চিংড়ি না হলেও কার্প মাছের যে চাষ হচ্ছে তাও তো লাভজনক। কার্প মাছের ব্যাপক চাহিদা আছে।

২০০০ : ঘোষিত চিংড়িমহাল এলাকায় প্রায় ৪০ হাজার ভূমিহীন এবং আরো পরিবার আছে এদের ভবিষ্যৎ কি?

মোঃ শাহজাহান : আমরা সবাইকে বলে দিয়েছি ভূমিহীন এবং অন্য যেসব লোক ওখানে আছে তাদের ডিস্টার্ব না করে বাকি জমি চিংড়ি চাষের জন্য বরাদ্দ দিতে।

২০০০ : কেবলমাত্র চিংড়িমহাল ঘোষণা হলো এর মধ্যে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা হাজার হাজার একর জমি দখল করে নিয়েছে।

মোঃ শাহজাহান : কয়েকজন শিল্পপতি আছেন যারা প্রায় ১০ বছর আগে থেকে অবৈধভাবে কয়েকশ' একর জমি দখল করে আছে। মহাল ঘোষণার পর অনেকেই চাচ্ছে ওখানে একটা জমি, সে ক্ষেত্রে কেউ কেউ দখল নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু এটা অবৈধ।

২০০০ : দখল করে প্রকল্প করেছেন কয়েক বছর থেকে, এমন একজন শিল্পপতি আমাদের বলেছেন আগে দখলে নিতে হবে, তারপর আবেদন। তারপর সরকার জমি বরাদ্দ দেবে এটাই নাকি এখানকার নিয়ম।

মোঃ শাহজাহান : আপনি সম্ভবত গ্লোবের কথা বলছেন। উনি বলেছেন, উনি যেভাবে জমি পেয়েছেন সেই পন্থার কথা। কিন্তু উনি চিংড়ির নামে অবৈধ দখল তো করেছেনই তার ওপরে চিংড়ি না করে অন্য মাছের চাষ করছেন, নারকেল গাছ লাগিয়েছেন এটা অবৈধ।

২০০০ : আপনি তাকে অবৈধ বলছেন, অথচ নোয়াখালীতে মন্ত্রীরা এলে আপনি তাদের তার প্রকল্পে নিয়ে যাচ্ছেন। এতে কি তার অবৈধ দখলদারিত্বকে সমর্থন দেয়া হচ্ছে না?

মোঃ শাহজাহান : এখানে যে মৎস্য চাষের সম্ভাবনা আছে তা বোঝানোর জন্য দু'জন মন্ত্রীকে সেখানে নেয়া হয়েছিলো।

২০০০ : খাস জমি দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে আপনার বিরুদ্ধেও। জালচিরা, বাঁশখালীসহ বিভিন্ন এলাকায় আপনি আপনার লোকদের দিয়ে প্রায় ৪৫০ একর জমি দখল করেছেন।

মোঃ শাহজাহান : এটা আমার বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রপাগান্ডা। আমি কোনো জমি দখল করিনি।

২০০০ : নিয়ম হচ্ছে, একেকজন চিংড়িমহালে ১০ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ একর করে জমি পাবে। কিন্তু একেকজন দখলে নিয়েছে ৫০০/৬০০ একর পর্যন্ত।

মোঃ শাহজাহান : ওরা ফাঁকফোকর ভালো চেনে। গ্রুপ অব কোম্পানি করে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নামে জমি নেবে।

২০০০ : আপনার এলাকায় বিশাল বনাঞ্চল ছিলো, এর বিরাট অংশ লুট হয়ে গেছে, এখনো হচ্ছে।

মোঃ শাহজাহান : উপকূলীয় বনাঞ্চলে ৪ জন বনদস্যু এবং তাদের বাহিনী গাছ কাটছে, মানুষ খুন করছে, ডাকাতি করছে, গরু-মহিষ লুট করছে। এদের গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না। অপারেশনে গেলে ওরা গভীর বনে চলে যায়, যেখানে যাওয়াটা পুলিশের জন্য নিরাপদ নয়।

২০০০ : এই বনদস্যুরা আপনি এবং আপনার দলের কয়েকজন নেতার শেল্টার পাচ্ছে বলে অভিযোগ আছে। শীর্ষ বনদস্যু শফি বাতান আপনার সংবর্ধনা সভায় প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিয়েছে।

মোঃ শাহজাহান : একটি এনজিও আয়োজিত সভায় নাকি শফি বক্তৃতা দিয়েছিলো, সে বক্তৃতা করেছে আমরা সেখানে যাওয়ার আগে।

সরকারের কাছে আবেদন করেছি।' জমির বরাদ্দ না পেয়েই খাস জমির মালিক আপনি কিভাবে হলেন? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, 'আপনি জানেন এখানে আগে জমির দখল নিতে হয়, তারপর ডিসির মাধ্যমে আবেদন, তারপর বরাদ্দ। আমিও আবেদন করে রেখেছি।' জেলা প্রশাসক এবং এমপি দু'জনই ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গ্লোবের এই প্রকল্পটিকে অবৈধ বলেছে, কিন্তু সম্প্রতি তৎকালীন মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী সাদেক হোসেন খোকা এবং গৃহায়নমন্ত্রী মির্জা আব্বাস নোয়াখালী সফরে এলে তাদের এই প্রকল্প পরিদর্শনে নিয়ে গিয়েছিলেন ডিসি এবং এসপি।

শিল্পপতিদের মধ্যে আরো যারা দখল করেছেন তাদের অন্যতম আরেকজন হলেন, হাবিব গ্রুপের এমডি সারোয়ার মির্জা। তিনি মধ্য বাগ্গাসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩০০ একর জমি দখল করেছেন। তিনি তার দখলকৃত এলাকা থেকে ভূমিহীনদের সরানোর জন্য সাজানো মামলার আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ভূমিহীনদের নেতা মাহফুজুর রহমানসহ অনেকে। তিনি জানান, '১৯৯৭ সালের এপ্রিলে মধ্য বাগ্গা এলাকার ভূমিহীনদের এক গরিব মেয়েকে অর্থের বিনিময়ে মাইজদী শহরে নিয়ে গিয়ে হোটেলে রেখে তার বাহিনীকে দিয়ে ধর্ষণ করায়। তারপর ঐ মেয়েকে বাদী করে বেশ কয়েকজন ভূমিহীনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা দায়ের করায়। এই মামলায় ৩ জন ভূমিহীনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। পরে তারা ২টি এনজিওর সহায়তায় হাইকোর্ট থেকে ছাড়া পায়।'

রাজনীতিকরাও পিছিয়ে নেই

নোয়াখালীতে এখন কোনো দলীয় কোন্দল নেই। কারণ বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টির প্রথম এবং মধ্যসারির নেতারা সবাই এখন চিংড়িমহালের নামে খাস জমি দখলে ব্যস্ত। যে যেখান থেকে পারছে দখল করছে। কেউ কাউকে বাধা দিচ্ছে না। খাস জমি দখলকে কেন্দ্র করে এখন সবার মধ্যে অচিন্তনীয় সম্প্রীতি। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দখলদারিত্বে এগিয়ে আছেন স্থানীয় সরকার দলীয় এমপি মোঃ শাহজাহান। তিনি চর ধানেরশীষে ১৫৫ একর, দক্ষিণ চরমজিদে ২০০ একর, চর

প্রতিষ্ঠানটি তাদের উল্লিখিত প্রকল্প এলাকায় ৩ তলা বিশিষ্ট বড় আকারের একটি বিল্ডিং তৈরি করেছে। অথচ আইনে বলা আছে খাস জমিতে যে কোনো ধরনের নির্মাণ অবৈধ

জব্বরে ১০০ একর দখল ছাড়াও চরলক্ষ্মী এবং চর মোকারামে ঘন বন কেটে দখল করছেন। তবে তিনি সরাসরি কোথাও দখলে যাননি। স্থানীয় মেম্বার, চেয়ারম্যান এবং বনদস্যুদের তিনি দখলে কাজে লাগিয়েছেন বলে স্থানীয় সাংবাদিক এবং ভূমিহীনরা জানিয়েছেন। তার দখলকৃত এলাকায় জালচিরা এবং বাঁশখালী নামে দু'টি নদী আছে যা তিনি বাঁধ দিয়ে ভরাট করে ফেলছেন। অবশ্য ২০০০-এর কাছে মোঃ শাহজাহান এই দখলদারিত্বের অভিযোগকে প্রপাগান্ডা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ নেতা হানিফ প্রফেসর চরলক্ষ্মীতে ৫০০ একর জমি দখল করেছেন দুর্ধর্ষ বনদস্যু নব্যাচোরার সহায়তা নিয়ে। এই পুরো এলাকাটি ৪ বছর আগেও ছিলো ঘন বন। বিগত নির্বাচনে চৌমুহনী এলাকার আওয়ামী লীগ প্রার্থী কমফোর্ড ডায়গনস্টিক সেন্টারের মালিক ডা. ফাজরুল্লাহ ক্লোজা এলাকায় ৪০০ একর জমি দখল করেছেন। নোয়াখালী সদর আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী মহিউদ্দিন লাতু এখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি সাংসদ মোঃ শাহজানের পেছনে ঘুরছেন খাস জমি পাওয়ার আশায়। জাতীয় পার্টির সাবেক এমপি এবং সে সময়ের সৎ নেতা হিসেবে এলাকায় পরিচিত ফজলে এলাহিও দক্ষিণ

চিংড়ি মহাল ঘোষণার প্রতিবাদে মাঠে নেমেছে ভূমিহীনরা

বাগ্গায় ২০০ একর খাস জমির দখল নিয়েছেন। তিনি দুর্গম বন এলাকার এই দখলে সহায়তা নিয়েছেন বনদস্যু শীর্ষ সন্ত্রাসী শফি বাতানের।

ফজলে এলাহি ২০০০কে বলেন, 'খাস জমি বরাদ্দের আগে দখল অবৈধ। অন্যেরা যেহেতু দখল করছে, ভাবলাম আমিও কিছুটা নেই।'

বিএনপির মধ্যসারির নেতা ফারুক চেয়ারম্যান নবগ্রামে ২০০ একর, এছাড়া আল ফরিদ চরলক্ষ্মীতে ২০০ একর, তাহের মেকার নবগ্রামে ৮০ একর, সাংবাদিক কাম প্রভাষক লিয়াকত আলী খান ৭০ একর খাস জমি দখলে নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

৪ বনদস্যুর কাছে জিম্মি ২ লাখ মানুষ

নোয়াখালী বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বৃহত্তর এই জেলায় বনভূমির পরিমাণ ছিলো প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার একর। জেলা শহরের প্রভাবশালীদের সহায়তায় ১৯৯৩ সাল থেকে বনদস্যুরা এই বন কাটা শুরু করে। এখনো চলছে জোরেসোরে। বন বিভাগ জানিয়েছে, গত কয়েক বছরে প্রায় ৩০ হাজার বনভূমি উজাড় হয়েছে। উজাড় হওয়া গাছের বাজার মূল্য প্রায় ৭০ কোটি টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সালে উপকূলীয় বনোৎপাদন বিভাগ নোয়াখালী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বন বিভাগের আওতায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ৫৬ হাজার ৩৭০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বনায়ন করা হয়েছিলো। এ সময়ে প্রায় ৫ কোটি টাকা মূল্যের গাছের চারা লাগানো হয়।

পলিমাটি দিয়ে গঠিত বিধায় এলাকাটি দ্রুত গভীর বনে পরিণত হয়। এরপর এই বনে কয়েকজন দাগী সন্ত্রাসী তাদের বাহিনী নিয়ে আশ্রয় নেয়। ক্রমশ একেকটি বনাঞ্চল একেকজন বনদস্যুর হাতে চলে যায়। জেলা প্রশাসক এবং বন বিভাগের কর্মকর্তা ২০০০কে বলেছেন, বনের ভেতরে বনদস্যুদের একচ্ছত্র রাজত্ব। পুলিশ অথবা প্রশাসন সেখানে অচল।

চরলক্ষ্মীর প্রায় ৮ হাজার একর বনভূমি বনদস্যু নব্যাচোরার নিয়ন্ত্রণে। বনের বিভিন্ন অংশের গাছ কেটে নব্যাচোরা প্রায় ৯ হাজার

অসহায় ভূমিহীনদের মাথা গোঁজার ঠাইটুকুতেও পড়েছে শিল্পপতিদের দৃষ্টি

'মানি রিসিট কেউ চেয়েছে বলে শুনিনি চাইলে তাকে দেয়া হবে না কেন!'

মোস্তফা কামাল হায়দার
জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী

সাপ্তাহিক ২০০০ : সম্প্রতি নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে ১২০০ একর খাস জমিকে চিংড়িমহাল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ অঞ্চলটি চিংড়ি চাষের উপযোগী কি না এ বিষয়ে সরকারের কোনো সমীক্ষা আছে?

মোস্তফা কামাল হায়দার : ব্যাপক কোনো সমীক্ষা হয়নি, তবে কয়েকটি চিংড়িঘের এখানে আছে। তারা চিংড়ি চাষ করছে। এছাড়া ডানিডার সহায়তায় একটি সার্ভে সম্ভবত হয়েছিলো।

২০০০ : যে ক'টি ঘের আছে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে সেখানে চিংড়ি চাষ হচ্ছে না, তারা অন্য মাছ চাষ করছে। তারা বলছে চিংড়ির জন্য যে পরিমাণ স্যালাইন দরকার তা এখানে নেই, তাই চিংড়ি পোনা ব্যাপক হারে মারা যায়।

মোস্তফা কামাল হায়দার : যারা চাষ করছে তারা তো আমাকে বলেছে লাভজনক।

২০০০ : অভিযোগ আছে, তারা চিংড়ি চাষের নামে খাস জমির মালিক হতে চায়। তাই তারা তো বলবেই লাভজনক।

মোস্তফা কামাল হায়দার : সিদ্ধান্তটি তো আমার একার ইচ্ছায় হয়নি। সবাই মনে করছে এখানে চিংড়ি চাষ হলে তা খুলনা অঞ্চলের মতো দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে, কর্মসংস্থান হবে অনেক লোকের।

২০০০ : চিংড়িমহাল কেবল ঘোষণা হলো। এখনো কাউকে জমি বরাদ্দ দেয়া হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রায় পুরো জমিটাই দখল হয়ে গেছে।

মোস্তফা কামাল হায়দার : যারা দখল করেছে তারা অবৈধ, কেবল আবেদন ফরম বিক্রি হচ্ছে। জমি বরাদ্দ হওয়া এখনো অনেক দূরে।

২০০০ : আপনি বলছেন তারা অবৈধ দখলদার। কয়েকজন শিল্পপতি প্রায় ১০ বছর আগে থেকে দখল করে আছে হাজার হাজার একর জমি। এখন তো দখলের হিড়িক পড়েছে। অবৈধ দখলদারদের প্রতিহত করা আপনার দায়িত্ব, কিন্তু আপনি নীরব। আপনি কি তাদের ক্ষমতার সঙ্গে পারছেন না? না কি আপনি তাদের ঠেকাতে চাচ্ছেন না?

মোস্তফা কামাল হায়দার : যখন ওখানে চিংড়িমহাল হবেই, তখন তাদের না ঠেকালেও তো চলে।

২০০০ : ঘোষিত চিংড়িমহাল এলাকায় প্রায় ৪০ হাজার ভূমিহীন আছে। আপনি কি তাদের উচ্ছেদ করবেন?

মোস্তফা কামাল হায়দার : তাদের উচ্ছেদও করা হবে না, পুনর্বাসনও করা হবে না। যে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে।

২০০০ : আপনি উচ্ছেদ না করলেও যারা মহালে জমি পাবে তারা উচ্ছেদ করবে। যেমন গ্লোব অ্যাগ্রোবেট সম্প্রতি ৫টি পরিবারকে উচ্ছেদও করেছে। তারা নিজেরা অবৈধ দখলদার হয়েই এটা করছে, যখন তারা জমি বরাদ্দ পাবে তখন উচ্ছেদ করবে না তা কিভাবে ভাবা যায়!

মোস্তফা কামাল হায়দার : কথাটা এখনি বলতে চাচ্ছিলাম না, আমরা ৭০/৮০ একরের মতো একটা জায়গা ঠিক করেছি, সেখানে গুচ্ছগ্রামের মতো করে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন করা হবে।

২০০০ : অভিযোগ আছে, চিংড়িমহালের জমির জন্য ১০০ টাকা করে যে আবেদন ফরম বিক্রি করা হচ্ছে, তার মানি রিসিট দেয়া হচ্ছে না, এই টাকা কোথায় যাচ্ছে?

মোস্তফা কামাল হায়দার : এটা আমরা উন্নয়নমূলক কাজে লাগাবো। মানি রিসিট কেউ চেয়েছে বলে শুনিনি। চাইলে তাকে দেয়া হবে না কেন!

যারা দখল করেছে তারা অবৈধ, কেবল আবেদন ফরম বিক্রি হচ্ছে। জমি বরাদ্দ হওয়া এখনো অনেক দূরে

ভূমিহীন পরিবারকে বসিয়েছে। এর বিনিময়ে প্রথমে প্রতিটি পরিবার থেকে ৫ হাজার টাকা করে নিয়েছে। তারপর পুলিশ এবং প্রশাসনকে মাসোহারো দেয়ার নাম করে প্রতি পরিবার থেকে মাসে আরো ২০০ টাকা করে নিচ্ছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, এই বনদস্যু নব্যাচোরার গডফাদার থানা বিএনপির প্রভাবশালী দুই নেতা।

চরজিয়া, চরমহিউদ্দিন ও দক্ষিণ বাগ্গা– এই ৩টি বনাঞ্চল বনদস্যু শফি বাতানের দখলে। তার দখলে প্রায় ৪০০ একর বনভূমি। এখানে সে প্রায় ১৫০০ ভূমিহীন পরিবার বসিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় গাছ কেটে। প্রথম বসতে প্রতিটি পরিবারের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা করে নিয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া আছে মাসিক ২০০ টাকা করে। কয়েক মাস আগে এই দুই শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং বনদস্যুকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেন ডিসি এবং এমপি। পুলিশ বলছে, তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না অথচ মাসখানেক আগে এমপি মোঃ শাহজাহানের এক সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা দিয়েছে বনদস্যু শফি বাতান। এই বনদস্যুদের এলাকায় প্রশাসন ঢুকতেই পারেন না। তাদের কথা মতো কেউ না চললে তার মৃত্যু অনিবার্য। ঐ সব এলাকায় নিয়মিত খুন-জখমের ঘটনা ঘটছে, নারী ধর্ষণ এখানকার স্বাভাবিক চিত্র। চুরি, ডাকাতি, গবাদিপশু হরণ হচ্ছে নিয়মিত। প্রশাসন বলছে, আমরা পেরে উঠছি না। গত

ছবির পুরো জায়গাটি জুড়ে দু বছর আগেও ছিল গভীর বন। গাছ লুট হতে হতে এভাবে ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে বনাঞ্চল

জাতীয় পার্টি নেতা ফজলে এলাহী ২০০ একর এবং আওয়ামী লীগ নেতা হানিফ প্রফেসার ৫০০ একর খাস জমি দখলে নিয়েছেন

যৌথ অভিযানের সময় দু'বার রেড দেয়া হয়েছিলো কিন্তু পুলিশের ভেতরে থাকা তাদের চরদের মাধ্যমে খবর পেয়ে তারা আগেই সটকে পড়েছিলো। প্রশাসনের সঙ্গে এদের চলে ক্যাট এন্ড মাউস খেলা। তার একটি বড় প্রমাণ এমপি'র সংবর্ধনা সভায় বনদস্যু শফি বাতানের বক্তৃতা দেয়ার পরও যখন বলা হয় তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

আরেক বনদস্যু বাশার মাজির নিয়ন্ত্রণে চরমোঙ্গলিয়ার বিশাল বনাঞ্চল। প্রায় ৩ হাজার ভূমিহীন পরিবার সে বসিয়েছে বন কেটে। তার নৃশংসতা আরো ভয়াবহ। তার এলাকায় কেউ তার মতের বিরুদ্ধে গেলে সে তাদের পুড়িয়ে মেরে ফেলে। সে নাকি শতাধিক মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে। তার ক্যাডার বাহিনীতে নাকি সদস্য সংখ্যা ৭ হাজার। এই এলাকায় পুলিশ ৮ বার এবং যৌথ বাহিনী দু'বার অভিযান চালিয়েও দস্যু বাশার মাজিকে ধরতে পারেনি।

চরটির নাম ভয়ের চর। ওখানে যেতে মানুষ ভয় পায়। খুন, ধর্ষণ, অপহরণ এখানে প্রতিদিনের স্বাভাবিক চিত্র। মূল ভূমি থেকে ছোট একটি নদীর অপর পাড়ে এই চরে বাইরের মানুষ ভয়ে যায় না। পুলিশ ও প্রশাসনও যাওয়ার সাহস করে না। প্রায় ১ হাজার একরের এই ভূখন্ডে প্রায় ৩ হাজার পরিবার বসবাস করে। এক সময় পুরোটাই গভীর বন থাকলেও উজাড় হয়ে গেছে অনেক বনজ সম্পত্তি। সম্প্রতি আসামি ধরতে গিয়ে ২ জন পুলিশ এই চরে খুন হয়েছে।

এই চরটির নিয়ন্ত্রণ বনদস্যু সোলেমান কমান্ডারের হাতে। তার গডফাদার হিসেবে হাতিয়ার এমপি মোহাম্মদ আলীর নাম শোনা যায়। ৪ জন বনদস্যুর কাছে নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলের ২ লাখ মানুষ জিম্মি। তাদের ভাগ্য নিয়ন্তা এই বনদস্যুরা। সরকার নয়, এখানে ভূমিহীনদের জমির বন্দোবস্ত দেয় এই বনদস্যুরা। তাদের শাসনও করে ওরা। প্রশাসন সেখানে অচল। বনদস্যুরা বনে থাকলেও তাদের গডফাদাররা বনে থাকেন না। তারা থাকেন শহরে। বনদস্যুদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পেয়ে যাচ্ছেন গডফাদাররা। গডফাদারদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন নিয়ে বনদস্যুরা বনের মূল্যবান বনরাজি কেটে বিক্রি করছে। এর ভূমিহীনরা বছরের পর বছর পরিশ্রম করে এলাকাটিকে কৃষিকাজের উপযোগী করে তোলে। এখন ঐসব জমিতে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ ধান জন্মায়। বনরাজি হজম করার পরও এদের ক্ষুধা শেষ হয়নি। এখন জমিগুলো গ্রাস করার

১৯৯৫ সাল থেকে শুরু হওয়া ঐ ঘেরগুলোর একটিও চিংড়ি চাষ করে সুবিধা করতে পারেনি। চিংড়ি পোনা ছাড়ার পর তা যথেষ্ট স্যালাইনের অভাবে মারা যায়। তাই ঐসব ঘেরে এখন হোয়াইট ফিসের চাষ হচ্ছে

উর্বর ধানের জমিগুলো এখন রাঘব বোয়ালরা চিংড়ি ঘেরের নামে দখল করছে। চিংড়িমহালের অজুহাত ছাড়া এই জমি আত্মসাতের আর কোনো পথ না পেয়ে তারা এটিই বেছে নিয়েছে

জন্য লেগেছে। খাস জমি হালাল করার উপায় হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে চিংড়ি চাষ। এখন ঐ এলাকায় ৩/৪টি চিংড়ির ঘের আছে। ১৯৯৫ সাল থেকে শুরু হওয়া ঐ ঘেরগুলোর একটিও চিংড়ি চাষ করে সুবিধা করতে পারেনি। চিংড়ি পোনা ছাড়ার পর তা যথেষ্ট স্যালাইনের অভাবে মারা যায়। তাই ঐসব ঘেরে এখন হোয়াইট ফিসের চাষ হচ্ছে। কিন্তু উর্বর ধানের জমিগুলো এখন রাঘব বোয়ালরা চিংড়ি ঘেরের নামে দখল করছে। চিংড়িমহালের অজুহাত ছাড়া এই জমি আত্মসাতের আর কোনো পথ না পেয়ে তারা এটিই বেছে নিয়েছে।

এই চিংড়িমহাল হলে মহাল এলাকায় বসবাসকারী প্রায় ৮ হাজার ভূমিহীন পরিবারের ৪০ হাজার মানুষ তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু হারিয়ে ফেলবে। উক্ত এলাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে যেসব কৃষক পরিবার আছে তারাও উচ্ছেদ হবে। এই উচ্ছেদকে ঠেকানোর জন্য স্থানীয় ভূমিহীনরা একতাবদ্ধ হয়েছে। তারা জেলা শহরে মিছিল-সমাবেশ করে জেলা প্রশাসকের কাছে চিংড়িমহাল করার সিদ্ধান্ত বন্ধ করার জন্য স্মারকলিপি দিয়েছে। সংবাদ সম্মেলন করে ভূমিহীনরা চিংড়িমহাল থেকে তাদের উচ্ছেদ সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে। এ অবস্থায় তাদের উচ্ছেদ করতে গেলে গ্রামে গ্রামে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জেলা প্রশাসক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'চিংড়িমহাল এলাকার ভূমিহীনদের সরিয়ে অন্যত্র ৭০ একর জায়গায় একটি গুচ্ছগ্রাম করা হবে। তাতে এসব ভূমিহীনদের কর্মসংস্থান হবে।'

জেলা প্রশাসক ভূমিহীনদের চিংড়িমহালে কর্মসংস্থানের কথা বললেও প্রকৃত অবস্থা

ভিন্ন। গ্লোব অ্যাগ্রোবেটের ২৫০ একরের প্রকল্পে গিয়ে দেখা গেছে ১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মে নিয়োজিত আছে। কিন্তু এই জমিটি যদি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হতো তবে কমপক্ষে ২৫০ জন ভূমিহীন পরিবারের পুনর্বাসন হতো। কারণ ঐ এলাকায় প্রতিটি ভূমিহীন পরিবারকে সর্বোচ্চ ১ একর করে জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছিলো।

ফরম বিক্রির টাকা আত্মসাৎ এবং

চিংড়িমহালে জমির জন্য আবেদন ফরম বিক্রি করা হচ্ছে। জানা গেছে, এ পর্যন্ত প্রায় ২৪ হাজার ফরম বিক্রি হয়েছে। প্রতিটি ফরম ১০০ টাকা করে বিক্রি করা হয়েছে। কিন্তু কাউকে টাকার রসিদ দেয়া হয়নি। ডিসিকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করা হলে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। তারপর সময় নিয়ে বলেন, 'কেউ হয়তো রসিদ চায়নি, চাইলে রসিদ দেয়া হবে। এমপির সঙ্গে আলাপ করেছি, এই টাকা উন্নয়নমূলক কাজে খরচ হবে।'

চিংড়িমহালের জমি পাওয়ার জন্য শর্ত রাখা হয়েছে তাকে অবশ্যই মৎস্যজীবী হতে হবে। অর্থাৎ মৎস্য চাষী, মৎস্য ব্যবসায়ী অথবা মৎস্য প্রক্রিয়াকারী হতে হবে। তবে ইতিমধ্যে যারা জমি দখল করেছেন, দু'চারজন ছাড়া তাদের কেউই এ তিনটির কোনোটাই নয়। তারা হয়তো রাজনীতিক, শিল্পপতি, ঠিকাদার অথবা আইনজীবী। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে প্রতিষ্ঠানটির সার্টিফিকেট পাওয়া না পাওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ হবে কে মৎস্যজীবী আর কে মৎস্যজীবী নয়, সেই প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর নোয়াখালী চিংড়িঘের মৎস্য সমিতি। এই সমিতির কর্তাব্যক্তিরাই কেউ মৎস্যজীবী নন। সমিতির সভাপতি বখতিয়ার শিকদার একজন ঠিকাদার এবং স্থানীয় প্রেসক্লাব সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এস এম শাহজাহানও সাংবাদিক ও ঠিকাদার। জানা যায়, এ দু'জন জাসদ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। সাবেক সরকারের সময় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন জাসদ (রব) সভাপতি আ স ম আব্দুর রব। তার আনুকূল্য নিয়েই ঐ দু'জন এই মৎস্যজীবী সমিতিটি গঠন করেন।

সরেজমিনে গিয়ে সর্বমহলের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেছে, উদ্দেশ্য চিংড়িমহাল নয়। কারণ ওখানে চিংড়ি চাষ লাভজনক নয় তা প্রমাণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে চিংড়িঘেরের নামে এই বিপুল পরিমাণ জমি আত্মসাৎ করা।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**